10

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমীপে

প্রাথমিক শিক্ষকদের

আকুল আবেদন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সবিনয়ে আপনার সহৃদয় বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত নিবেদনসমূহ পেশ করছি ঃ

(১) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষককে সরকারী কর্মচারী করেছিলেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বেতন কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষকদের সমমানের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সমান বেতন দেওয়া হয়েছিল। পরিতাপের বিষয় পরবর্তীকালে প্রদত্ত বেতন কমিশনে প্রাথমিক শিক্ষকগণকে সমমানের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর তুলনায় তো বটেই এমনকি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের থেকেও অনেক কম বেতন দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকগণ এমএলএসএসদের সমান বেতন পাচ্ছেন। তাছাড়া নানা কারণে বহু সিনিয়র শিক্ষক জুনিয়র শিক্ষকদের চেয়ে কম বেতন পাচ্ছেন।
আমাদের আবেদন আপনার সরকার কর্তৃক ঘোষিত বেতন স্কেলে প্রাথমিক শিক্ষকদের সমমানের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সমান বেতন দেওয়া হোক ও সকল প্রকার বেতন বৈষম্য দূর করা হোক এবং উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদিগকে যথাযথ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হোক।

(২) বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালে সরকার সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টিকরত প্রায় ৩৭ হাজার সিনিয়র সহকারী শিক্ষককে সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে পদোন্নতি ও পোস্টিং দিয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিরাজমান দীর্ঘকালের প্রশাসনিক জটিলতা দূর হয়েছে। দুঃখের বিষয় বহু নিবেদন সত্ত্বেও অদ্যাবধি সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেল দেওয়া হয়নি। আমাদের নিবেদন বর্তমান বেতন স্কেলে সহকারী প্রধান শিক্ষকদের পৃথক বেতন স্কেল দেওয়া হোক।

(৩) আমাদের আন্দোলনের মুখে ১৯৯২ সালে সরকার ৮ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের রাজস্ব খাতে আত্মীকরণ করা সত্ত্বেও আজো রিটেনশনের কারণে প্রতিবছরই এসব শিক্ষকদের দীর্ঘদিন বেতন বন্ধ থাকে। অবিলম্বে এ প্রথা রহিত করে নিয়মিত বেতন দানের আদেশ দানে মর্জি হয়।

(৪) অসুস্থ প্রাথমিক শিক্ষক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা, তাদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে সাহায্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আবেদনক্রমে সরকার ১৯৮৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছিলেন।
আমাদের আবেদনে প্রাথমিক শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টে চাঁদা প্রদান করেছেন। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই কল্যাণ ট্রাস্ট নিষ্ঠার সাথে কর্মতৎপরতা চালিয়ে কল্যাণকর কাজের উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ১৯৯১ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের সকল কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা সঞ্চিত আছে। এ টাকা প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রদত্ত চাঁদার টাকা। অথচ সরকার কর্তৃক ট্রাস্টের কার্যক্রম বন্ধ রাখায় প্রাথমিক শিক্ষকগণ সকল প্রকার সাহায্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে। অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু করতে মর্জি হয়।

আমাদের উপরোক্ত চারটি প্রার্থনা মোতাবেক ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণকরত আমাদের চির কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করার আকুল আবেদন করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি প্রাথমিক শিক্ষক সমাজের দাবী-দাওয়া পেশ করা ছাড়াও দেশ হতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ, আদমশুমারী, কৃষিশুমারী, শিশু জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় কল্যাণকর কাজে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে প্রাথমিক শিক্ষকদের উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

বিনীত নিবেদক

অধ্যাপক আবুল কালাম আযাদ
সভাপতি

কাজী আ কা ফজলুল হক
সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।